দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ১১ মাসে ক্লাস হয়েছে ৭৭ দিন

।।আকমল হোসেন।।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছরের নভেম্বর মাস থেকে চলতি অক্টোবর পর্যন্ত এগারো মাসে মাত্র ৭৭ দিন ক্লাস হয়েছে। ছাত্র সংঘর্ষ, ধর্মঘট, শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা এবং ছুটিসহ অন্যান্য কারণে বাকী সাড়ে আট মাস এ প্রতিষ্ঠানে কোন ক্লাস হয়নি।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল টংগীতে। শিক্ষার নিরিবিলি পরিবেশ নিশ্চিত করতে এটিকে স্থানান্তর করে নিয়ে যাওয়া হয় কুষ্টিয়ায়। পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ক্যাম্পাস কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ শহরের কোলাহল হতে দূরে শান্তিডাঙ্গার দুলাপুরে সরিয়ে নেয়া হয়।

বিভিন্ন সময়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট অচলাবস্থার কারণে তিনবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করা হয় স্বল্প মেয়াদের জন্য। গত বছর নভেম্বর মাসের প্রথম থেকে চলতি অক্টোবর ১২ তারিখ পর্যন্ত তিনশ' ৩১ দিনের মধ্যে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথে অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর দুইবার সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ ছিল মোট একশ' ২৩ দিন। শান্তিডাঙ্গায় ক্যাম্পাস স্থানান্তরের পর পুরো নভেম্বর মাস রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত পালন করা যায়নি। ২৫শে নভেম্বর ছাত্র শিবিরের কর্মী কর্তৃক জনৈকা নাট্যকর্মীকে উত্যক্ত করার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানীয় ছাত্রদের সাথে শিবিরের সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষের কারণে ১২ই জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ৪৮ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। এ ছাড়া ১০ই এপ্রিল উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে বহিষ্কৃত তিনজন ছাত্রলীগ (ম-ই) নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে ধর্মঘট ছিল বেশ কিছুদিন। গত ৫ই জুলাই ছাত্র শিবির-ছাত্রদল সংঘর্ষ এবং শিবির কর্মীদের দ্বারা পাঁচজন শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার প্রেক্ষিতে ২৮শে জুলাই পর্যন্ত কোন ক্লাস হয়নি। এ ঘটনারই জের হিসেবে ২৮শে জুলাই থেকে ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৭৪ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। এছাড়া রমজান, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, গ্রীষ্মকালীন ছুটিসহ নির্ধারিত ছুটিতো ছিলোই।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা, ক্যাম্পাসে কড়া পুলিশী পাহারা বসানো হয়েছে। ছাত্রদের দেহ ও ব্যাগ তল্লাশি, ছাত্রীদের ব্যাগ তল্লাশি এবং ক্যাম্পাসে যে কোন মুহূর্তে প্রক্টর কর্তৃক আইডেন্টিটি কার্ড চেক করা অব্যাহত রয়েছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ওপর ছাত্রছাত্রীদের অসন্তোষ বিরাজ করছে। এর কারণ ঃ প্রতিবাদ করার সুযোগ বন্ধ করে দিয়ে শহর থেকে ক্যাম্পাসে যাতায়াতকারী বাসের ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। এছাড়াও মাইগ্রেশনের মাধ্যমে কলেজ থেকে '৯২-'৯৩ শিক্ষাবর্ষে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ছাত্র ইউনিয়নের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মজিবুর রহমান ও ছাত্রলীগ (ম-ই) নেতা মজিবুর রহমান বাচ্চু বলেন, কলেজ থেকে মাইগ্রেশনের অনুমোদন বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ও ভাবমূর্তি মারাত্মক রকমভাবে ক্ষুণ্ন করবে। এছাড়া এতে কর্তৃপক্ষের স্বজনপ্রীতির সুযোগ সৃষ্টি হবে।